msj CHRONICLE

TRAVELOGUES P2

First World Test CHAMPIONS P4

BRAINWARE UNIVERSITY : DEPARTMENT OF MEDIA SCIENCE AND JOURNALISM, WEDNESDAY 30 JUNE 2021

IN BRIEF

CORONA UPDATE

Updated Covid-19 figures on Tuesday

- Confirmed cases : 30315140
- Active cases : 547214
- Overnight addition : 37012
- Total deaths : 397672
- Recovered : 29359037

করোনা - টিকা অন্তঃসত্ত্বাদেরও

[illegible]

TODAY WEATHER

Mostly cloudy

31° C

Feels like 42°

Day 32° ↑

Night 28° ↓

EURO SCORE

Sweden	Ukraine
1	2

The path that led me to Brainware

Rahul Mondal

Students comprise the major medium of development for any country and it is very necessary and vital for a society to empower and nourish the young blood with knowledge.

Improvement and positive change can only be done by enriching knowledge in society. And the receptacles of knowledge for young minds are the universities.

In India, parents start worrying about the career options of their children after the higher secondary examinations. And every parent wants to enrol the children in a well-reputed college and provide them the best facilities and quality education. But many times, funding becomes an obstacle in the path of quality education for their child.

For those facing monetary issues, Brainware University is a good option because it aims at providing quality education at affordable fees. Having been launched in 1990 as a computer centre, it became a university approved by the UGC in 2016. Today it offers graduate, post-graduate and doctoral programmes to over 10,000 students.

Brainware University campus

When I spoke to the university's founder and chancellor, Mr Phalguni Mookhopadhayay, he said: "For over 30 years now, more than 1.7 lakh students have passed out from Brainware. Most of them are now well-established and thriving. Our aim has always been to make quality education affordable for students coming from all strata of the society as well as help them ease into successful careers of their choice. It still is."

Unfortunately, because of the pandemic, I could visit the huge campus only once. But the buildings, library and laboratories left me spellbound. The university is known for its excellent faculty and facilities and I have heard of its remarkable pre-placement grooming.

Although we are missing out on campus life like sports events, there are seminars and workshops that enrich our courses. I have heard there are photography clubs, tech clubs, communication clubs, and the like.

The best thing for us is that in this pandemic, our education continued smoothly, unlike many of my friends in other universities where no classes are held. The online classes, tests and activities are immensely beneficial for us.

Education is not an option, it is our right and a bridge to a successful future. And we should not compromise. Therefore I chose the best university to get quality education. And knowledge is the only beacon of hope for a change.

দুয়ারে আসন্ন তৃতীয় ঢেউ, অক্টোবরের মধ্যেই আছড়ে পড়তে পারে বলছে সমীক্ষা

চিকিৎসাধীন করোনারোগী। ছবি : সংগৃহীত

শ্রেয়া বসমল্লিক

[illegible]

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি জানাল পর্ষদ ও সংসদ

মৌসুমী দাস

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

[illegible]

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জুড়ে এবার দুয়ারে টিকাকরণ প্রকল্প

সুইটি মন্ডল

[illegible]

Milkha Singh, the 'Flying Sikh' of India, passes away

Shuvanwita Dey

Legendary figure of the Sports world, sprinter Milkha Singh passed away on Friday. He was diagnosed with Covid- 19 and was suffering from it, for over a month.

He died at PGIMER hospital in Chandigarh. In his last days, his health developed many complications like high fever and dropping of oxygen saturation level. His wife Nirmal Kaur, expired a week ago, from the same ailment.

Prime Minister, Narendra Modi paid homage to him and termed him as a "colossal sportsperson". "In the passing away of Shri Milkha Singh Ji, we have lost a colossal sportsperson, who had captured the nation's imagination and had a special place in the hearts of countless Indians," he tweeted.

Nirmal Kaur was a former women's national volleyball captain. She was 85, and passed away at a hospital in Mohali on Sunday.

Four times Asian Games gold medalist winner, Milkha Singh had brought huge fame for India. He was the champion of the 1958 Commonwealth Games. In Rome Olympics (1960). he came 4th in the 400m race. In 1956 and 1964 he represented India in the Olympics, and was also awarded the Padma Shri in 1959.

He contracted Covid last month, but tested negative on Wednesday and shifted to the general ICU ward in another block of the hospital.

India skipper Virat Kohli mourned the demise of Milkha Singh and said the track legend's legacy inspired the whole nation to aim for excellence.

India's sporting fraternity also paid homage to one of its most inspiring figures, who contiued to be a keen observer even after quitting the track.

BCCI president Sourav Ganguly also expressed condolences on his demise.

Taking to Twitter, Ganguly wrote: "Extremely saddened by this news .RIP ,India's one of the greatest sportsman. you have made young Indians dream of becoming an athlete. had the privilege of knowing you so closely."

Condoling the death, Home Minister Amit Shah said the one of the brightest stars of Indian sports has been lost.

A grand funeral for Milkha Singh will be held as promised by Captain Singh. "We're giving him a state funeral in Punjab and have declared a one-day holiday.

It's a great loss for all of us. Younger generations will get inspired by him," Captain Singh told the media today at the late sportsman's residence in Chandigarh.

Milkha Singh passed away in Chandigarh

"We're also going to have Milkha Singh chair at the Sports University, Patiala," he said.

The Chief Minister held up an old photograph showing the iconic runner with India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. Milkha Singh had not only brought fame to Punjab, but tothe whole country. He was a great icon and an inspiration to many young sprinters. Though he is not among us today, he will always be living in the hearts of many Indians. Due to the Covid restrictions, only 50 people could be allowed for the funeral.

জমিদারি গন্ধমাখা টাকী

মৌসুমী দাস

একঘেয়ে জীবন কাটাতে কাটাতে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, সেই ক্লান্তি দূর করতে আমাদের মন বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়ায়। সেই বৈচিত্রের খোঁজে আমরা ব্যাগ-পত্র গুছিয়ে বেড়িয়ে পড়ি ঘুরতে। আমাদের অর্থাৎ বাঙালিদের সাথেভ্রমণ পিপাসু বিশেষণটা এই কারণে বেশ খাপ খায়।

দৈনন্দিন জীবন থেকে দু- তিন দিনের বিরতি নিয়ে চলে এলাম কলকাতার অদূরে ছোট ছিমছাম মফস্বল টাকীতে। ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক দুদিক থেকেই সমৃদ্ধ টাকীতে আসার জন্য শিয়ালদহ স্টেশন থেকে হাসনাবাদ লোকালে রওনা দিলাম। ট্রেন থেকে জানলার বাইরে সবুজের সমারোহ দেখতে দেখতে ২ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম টাকী রোড স্টেশনে। সেখানে থেকে টোটো ধরে সোজা ইচ্ছামতীর তীরে টাকী রাজবাড়ি ঘাট। তবে এই গন্তব্যে পৌঁছানোর রাস্তাতেই পড়েছিল টাকী পূবের বাড়ি। যদিও জমিদারি আমলের সেই সাবেকি জৌলুস এখন আর নেই। তবে জানলাম এখনও প্রতিবছর এই বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়। তারপর পৌঁছে গেলাম ভারত এবং বাংলাদেশকে মিলিয়ে রেখেছে যে নদী ইচ্ছামতী, তার তীরে। এই ভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ এই শান্ত, স্নিগ্ধ, ছিমছাম ইচ্ছামতী নদী। বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই নদী। শোনা যায়, একবার তালুকের কিছু প্রজা খাজনা দিতে বেঁকে বসে। টাকির রায়চৌধুরী জমিদার এই নদীপথে ৭টি নৌকা ভর্তি লাঠিয়াল পাঠিয়েছিলেন ওই এলাকায়। তা দেখেই বিদ্রোহী প্রজারা রণে ভঙ্গ দেয়। টাকির বাতাসে এমন অনেক জমিদারি মেজাজের গল্প ভাসে। এই নদীর মাঝবরাবর অবস্থিত ভারত ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা।

ভোরবেলা এই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে মন শান্ত হয়ে যায়। ইচ্ছামতীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি অতিথিশালা বা গেস্টহাউস। এরই একটাতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এই সব গেস্টহাউসে সারা বছর পালা করে নানা বাংলা ছবির শুটিং হয়। টলিউডের নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রায় সকলেই কোনও না কোনও সময় পা রেখেছেন টাকিতে। গয়নার বাক্স, চাঁদের পাহাড়, পাখি, কাগজের নৌকো, অপুর পাঁচালি, গল্প হলেও সত্যির মতো জনপ্রিয় বাংলা ছবির শুটিং হয়েছে টাকিতে। তেমনই বউ কথা কও, বধূ কোন আলো লাগল চোখের মতো নানান টিভি সিরিয়ালের শুটিংয়ের জন্যও প্রয়োজক-পরিচালকেরা বেছে নিয়েছেন টাকিকেই।

মিনি সুন্দরবন। ছবি মৌসুমী দাস।

গেস্টহাউসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রাজবাড়ি ঘাট থেকে নৌকাভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম বাংলাদেশকে

চাক্ষুষ করতে। এই জলপথেই পড়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত, তিন নদীর মোহনা এবং মাছরাঙা দ্বীপ। তারপর সেখান থেকে গেলাম টাকীর ইকো পার্ক। বিভিন্ন রকমের পাখির সংগ্রহ নিয়ে আছে একটি ছোটোখাটো সংগ্রহশালা।বোটিং-এর ব্যবস্থাও আছে এখানে। সেখান থেকে ফিরে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে আবার টোটো ভাড়া করে বেড়িয়ে পড়লাম টাকীর দ্রষ্টব্য স্থান গুলো দেখতে। কাছেই পড়ল টাকীর জোড়া মন্দির। টাকীর জমিদার গোপীনাথ রায়চৌধুরী এক বিশাল পুকুর কাটিয়ে তার পাড়ে এই মন্দির তৈরি করেন। যা এই টাকীর অন্যতম প্রধান ঐতিহ্য।

সূর্যাস্তের বেলা। ছবি মৌসুমী দাস।

নদীর পাড় দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল বেশ কয়েকটি বিএসএফ ওয়াচ পোস্ট আর পিকনিক স্পট। শীতকালে পিকনিক স্পটের জন্য টাকী বেশ জনপ্রিয়।

এরপর পৌঁছে গেলাম এক্স মেজর জেনারেল শংকর রায়চৌধুরীর বাড়ি। বাগানের মধ্যে সুন্দর করে সাজানো পুরানো ধাঁচের বাড়ি। উঠোনে কুল পুরোহিতের স্মৃতিতে লাগানো ফলক। বাড়ির পাশে দুর্গা দালান। এখানে প্রতিবছর ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হয়। সেই দালানে বসেই অতীতটাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। সেখানে থেকেই এগিয়ে যেতে রাস্তায় চোখে পড়ল পুরানো আমলের বেশ বড়ো একটি নলকূপ। টাকী ভ্রমণের এখন একটি দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠেছে কৌশিক গাঙ্গুলির জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র বিসর্জন সিনেমার সেই শুটিং স্পট। কল্পনায় যেন দেখতে পাচ্ছিলাম পদ্মা ও নাসিরকে। আর চোখের সামনে ভাসছিল চলচ্চিত্রের সেই প্রথম দৃশ্যটা - দুই বাংলার ঠাকুর নিয়ে ইচ্ছামতীতে বিসর্জন। জানিয়ে রাখি প্রতিবছর দুর্গাপূজোয় দুবাংলার ইচ্ছামতীতে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে টাকীতে ভিড় জমায় অগনিত মানুষ।

সেখান থেকে রওনা দিলাম একটুকরো সুন্দরবন নিয়ে তৈরি মিনি সুন্দরবন আর গোলপাতা বাগানের উদ্দেশ্যে। সেই গন্তব্যে পৌঁছে বিএসএফ চেক পোস্টের পাশেই চোখে পড়ল নন্দদুলাল মন্দির। বর্ডারের পাশে হওয়ায় পরিচয় পত্র জমা দিয়ে যেতে হয় মিনি সুন্দরবনে। মাত্র দশ টাকা টিকিরের বিনিময়ে এগিয়ে গেলাম গোলপাতা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মিনি সুন্দরবনের উদ্দেশ্য। চারিদিকে সুন্দরী-,গরান, গেওয়া, ম্যানগ্রোভে ঘেরা এক অদ্ভুত সুন্দর জায়গা। এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা বেশ রোমাঞ্চকর।

সারাদিন ঘুরে ফেরার পথে টাকী কুলেশ্বরী কালি মন্দিরে মায়ের দর্শন করে টাকির বিখ্যাত মালপোয়া খেয়ে রওনা দিলাম বাড়ির পথে। সঙ্গে করে মনের মধ্যে নিয়ে চললাম সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি সাথে টাকী ছেড়ে চলে আসার সামান্য বেদনা।

Himachal Pradesh: The land of Gods

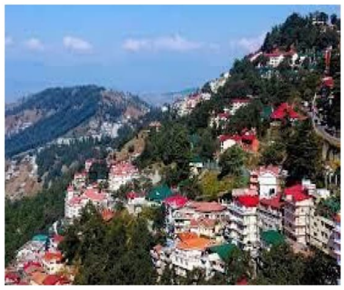

Papai Nandy

Every traveler has their own unique story he or she loves to share. Traveling is an important part of one's life. I also had a great experience when I went to Himachal Pradesh. I stopped to admire an igloo. Hands still frozen from the snow at Rohtang pass, the breathtakingly captivating Lahaul and Spiti in Himachal Pradesh behind us, the source of the Beas left us incredulous. I will never forget this experience till my last breath.

Himachal Pradesh is in northern India, a province in the Himalayas. It is home to scenic mountain towns and resorts such as Dalhousie. Host to the Dalai Lama, Himachal Pradesh has a strong Tibetan presence. This is reflected in its Buddhist temples and monasteries, as well as its vibrant Tibetan New Year celebrations. The region is also well known for its trekking, climbing and skiing areas. The rugged terrain and aquamarine Chandrataal, the source of the Chandra river, a tributary of the Chenab, is still fresh on our minds, we had set out to track the Beas. But at 14,308 feet, the igloo was a tad disappointing.

Rising from the Shivalik ranges and moving higher into the mid –Himalayas, Greater Himalayas and beyond, into the trans-Himalayan vast expanse of western Tibet, Himachal Pradesh is a land of grand diversity. Originally called Vipasha in Sanskrit, the river at our next stop, Manali, was wide and fast enough for white-water rafting. Six persons to each orange dinghy, the sailing was not as perilous as in Arunachal Pradesh, where the gradient is steeper, but the rocky bed offered sudden drops and the current was strong enough for even seasoned rafters to exult. The clear waters rippled alongside the highway as one traveled south, where a darker and more sedate Parvati joined the Beas.

The highest mountain chain in the world has been reserved and worshipped down the ages as the adobe of Gods. The higher mountain desert valley of Spiti, The scenic Sangal valley of Kinnaur, The charming base valley of Kullu-Manali also Mandi crowded with some of the biggest glaciers in the entire Himalayas. We traversed uphill again from Kullu to Kasol and Manikaran. The Beas near Kasol is possibly its most enchanting: reflecting the pines on its banks, dancing over rocks, an unpolluted mountain stream gushing down the gradient. To those hooked to rhapsodies, it plays a duet: the music of the mountains blending with the raga of a river.

It is a matter of fortune to see festivals in the land of God. It is a wonderful feeling that people of all religions come together to celebrate the festival. These social gatherings are a grand display of the local culture where trade, religion, sport, and celebrations have visiting tourists happily partake in these festivals. Many religious festivals celebrate here like Kullu Dussehra, Chambas's Minjar, Renukaji Fair, and mandi Shivrtratri in recent years have gained much more prominence. We stopped at one with a sit-out overlooking

the Beas.

Lapping up the winter sun, I watched in horror as a group of youngsters at an adjoining table hurled non-biodegradable missiles into the river. It is apparently quite commonplace, this polluting of a pristine river since no one demurred. It smacked of the dangers of commercialism the way gaudily painted yak can be seen on the way to Kufri, with portly women donning Himachali attire clambering onto the poor creatures for photoshoots.

I think the tourists who can go to the abode of ice are blessed. Starting from the beauty of Kullu Manali to the Dharamshala, the world of sports is like a dream come true. I would advise all breeders to come back to Sikkim this summer. Spending time with your loved ones in cool weather will not be bad. The Himalayas are waiting to see who their loved ones are then why don't you come late. Feasting over, it was time to bid adieu to joyous sightings of the meandering brook, the bracing mountain air, and savour memories of the River Sutra.

The travel to one's destination

Rahul Mondal

The definition of traveling is not only to take a train, bus, or flight and visit anywhere. Travelling is to explore new places and to get something from that place. A year ago, I had to go through a dark phase. After which I started to keep myself locked in a room and live alone. Usually, it is considered that if you are in depression or you are not feeling well, traveling to a new place could make a change. But in the pandemic, traveling to a new place became somewhat risky and impossible. At this time, I was always thinking of my failures, loneliness, and detachment from friends after shifting to Kolkata from Murshidabad. Onne day my father noticed me and asked me, "Do you want to visit a beautiful place?" On my nodding, he asked me to follow him. I came out from the dark evil room and followed him to the stairs. He took me to the terrace of our house. After entering the terrace I was surprised.

Sunset from the terrace

The face of our terrace was totally changed.

The total terrace was arranged with flowering pots, flowers, and some saplings. The scene was so delightful to watch that my eyes were fixed. The black patches could be seen on the floor of the terrace due to heavy rain. But the plants and different types of flowers on the ground of the terrace glorified the beauty. Coming from a farming background, my father always loves to do plantations and taking care of plants. But being in a profession where you can't even take a good amount of sleep (Ex- BSF), it was difficult to do all that there. But after his superannuation, he again started doing plantation in small flowering pots on our terrace. The terrace boundaries were lined with flower pots. In the middle, a dump of Cocopeat could be seen. Around that cocopeat, many saplings were arranged. Describing the rose, he said this rose was bought from our hometown Murshidabad. But every time he tried to plant it, it dried up after few days. But after several times of continuous effort, it is now increasing the beauty of the garden. My father showed me a small beautiful colored faded pot that was kept on the top of a tank so that it could get the sunlight properly.

The pot was used in Saraswati Puja last year, which is now a home of a sapling. The reason that the flowers and plants grow healthy is care, love, and the soil. The soil is not any ordinary soil. It was taken from the Bhagirathi Riverbank, which is rich in humus and helps the plant to grow. The sunset from our terrace was very nice, which I noticed for the first time in these two years. But a sadness surrounded me again as the day was over now, after which I came back to my room.

The next day early in the morning, my father wakes me up and asked me to come to the terrace again. I obeyed him and followed him to the terrace. Entering the terrace I found the bright round sun towards the east, The scene feels like a drawing that has been drawn by an artist. The early morning sunlight, the sunrise scene, and the heavenly atmosphere cleared shadows and dark evil thoughts from my mind. The words that my father said, indicating the sun that morning created a positive wave in my body. He said,

"The sun is a daily reminder that we too can rise again from the darkness. Nature had again given a chance to us so that we too can shine our own light."

In the lap of Mother Nature - Dooars

Shuvanwita Dey

Situated in eastern-northeastern India, Dooars is one of the most beautiful places in Bengal, full of wildlife and surrounded by greenery everywhere. When you reach Dooars, it's like entering a door and suddenly you step into a land rich in varieties of flora and fauna.

We boarded the Kanchankanya Express from Sealdah station. It departed Kolkata at around 10.30 pm and reached New Mal Junction (Malbazar) the next morning around 9.20 am. Via NJP (New Jalpaiguri). We stayed at the Dolphin Palace Hotel. At a reasonable price, it had a good view of a garden, full of many species of flowering plants.

The same day we started our trip to Chapramari Wildlife Sanctuary. It was about two hours' drive from the station. The entry fee was Rs 70 per head. Chapramari is known for its elephant population. It has a huge collection of rhinos, deer, boars, and some wonderful birds like parakeets, green pigeons, and kingfishers. On the second day, we went to the Buxa Tiger Reserve. The legendary Buxa Fort, whose origin till date is unknown, still stands with a reputable name. The tiger reserve is India's 15th. We saw the famous dolomite mining here. Apart from numerous tigers, there are several species of trees (Champa, simul), animals, and birds (five bar swordtail, black-crested bulbul). The road to Jayanti was in shambles. There on the roadside, we found a boating spot. Though it is not well known we had a great experience there. We went on a boat ride. It started sailing in between the jungle. It was overall a beautiful scenario. Various deer and peacocks were present there. We were told that sometimes tigers could also be seen by visitors. The next day we went for the elephant safari in Gorumara. It was about 5 in the morning. We reached there and after some time we were made to climb on the back of a huge elephant. It was breathtaking when the huge animal started moving and we were swinging on its back. At first, it was a bit terrifying too, but after that, it somehow felt amazing. Here you can see rhinoceros, deer, wild hens, peacocks and many other animals. We even saw a tiger but from a distance. The safari lasted for about one hour. From there we went to the Gorumara National park.Last but not least was the Jaldapara National Park. It was about 76 km away. The forest is mainly savanna covered with tall elephant grasses. The main attraction of the park is the Indian one-horned rhinoceros. Jaldapara is a paradise for bird watchers. The birds to be found here are the crested eagle, Pallas's fish eagle, shikra, Finn's weaver. Pythons, cobras, geckos can also be found. The trip was for 7 days and 6 nights. The most beautiful was the lush green forest everywhere. We could see peacocks and deer everywhere. Such scenic beauty is rarely seen nowadays. It is a perfect spot for people who want to take a break from their hectic life and enjoy nature's creations. Away from life's distractions and long working hours, families are able to spend uninterrupted time together. A recent study of 12,000 men reveals that people who went on holiday live 20 percent longer than people who don't vacation at all. Studies also show that downtime decreases depression and stress, so it is great for your mind and body to take a vacation every once in a while.

Gorumara National Park

ভ্রমণে ইতিহাস: নবাবী দুয়ারে

তানিশ মুখার্জি

"দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ। ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে! তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে" রবি ঠাকুরের, বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে লেখা এই গানটি যেন সম্পূর্ণভাবে সার্থক বঙ্গের সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে।

আর তাই আজ বাংলার ঐতিহাসিক সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার কথা লিখছি। নিত্যদিনের ব্যস্ততার মধ্যে ইচ্ছে ও অবকাশ পেলেই আমরা বেরিয়ে পরি কখনো প্রিয় কিংবা আবার কখনো অজানা গন্তব্যের খোঁজে। তার মধ্যে বেশিরভাগ জায়গায় হয়ে থাকে পাহাড়-সমুদ্র কিংবা জঙ্গল। এই জায়গাগুলি কখনো হয় রাজ্যের বাইরে আবার কখনও কখনও দেশেরও বাইরে। আর ঠিকই তো কে না চাই গোটা পৃথিবীর সৌন্দর্যটাকে ঘুরে দেখতে। কিন্তু সেটা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই অল্প সময়ে, অল্প খরচায় আমাদের কাছের পর্যটন কেন্দ্র গুলিও ঘুরে দেখা যেতে পারে। তাই আমি আর আমার তিনজন বন্ধু মিলে বেরিয়ে পড়েছিলাম বাংলার নবাবী ইতিহাস দেখতে, নবাবের দরবার মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে। আমরা চারজন মিলে হাওড়া থেকে হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস এ চেপে পৌছালাম মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুর-এ। যেখান থেকে যেতে হবে আরও ১০ কিলোমিটার লালবাগ। আপনারা যদি কলকাতা থেকে আসতে চান তাহলে হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার, হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস, তিস্তা তোস্তার মত বেশকিছু ট্রেন রয়েছে। তাছাড়া ধর্মতলা থেকে সরাসরি বহরমপুর আসার অনেক বাস হয়েছে। বহরমপুর থেকে আমরা একটি গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে রওনা দিলাম লালবাগের উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সেই জায়গায়, যে জায়গার ছবি দেখে আমরা মুর্শিদাবাদকে চিনতে অভ্যস্ত "হাজারদুয়ারি"।

হাজার খান দরজার ভেতর থেকে যেন ডাক দিয়েছিল হাজারটি গল্প। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে একজন গাইড কে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলাম তিন তলা উঁচু এই প্রাসাদটিতে। যার ভেতরে রয়েছে পলাশীর যুদ্ধের ব্যবহৃত অস্ত্রের- অস্ত্রাগার, নবাব ও ইংরেজদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক ও আসবাবপত্র, বিশাল আকারের বেশকিছু মুগ্ধ করা ছবি ও ঝারবাতি। গাইড এর কাছ থেকে জানতে পারলাম সেই সময় এই প্রাসাদটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা। এবং এই প্রাসাদের হাজার টি দরজার মধ্যে মাত্র ১০০ টি আসল আর বাকি ৯০০ টি নকল। শত্রুদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই ভাবে তৈরি করা হয়েছিল হাজারদুয়ারি। হাজারদুয়ারীর সামনে রয়েছে এক বিশাল এলাকাজুড়ে নবাবের ইমামবারা। পাশেই রয়েছে ভাগীরথী ও এক পাশে রয়েছে বন্ধ হয়ে যাওয়া এক প্রাচীন ঘড়ি। সামনে মাঠে রয়েছে পলাশীতে ব্যবহৃত ছোট -বড় দু-তিনটি কামান। হাজারদুয়ারি থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম কাঠগোলা বাগান বাড়ির দিকে। এটি মুর্শিদাবাদের আরো একটি সুন্দর প্রাসাদে মধ্যে অন্যতম বা বলা যেতে পারে সবথেকে সুন্দর। জৈন ধর্মীয় বণিকদের তৈরি প্রাসাদ এটি। প্রাসাদ ঘিরে তৈরি করা হয়েছিল একটি সুন্দর বাগান। তাছাড়া রয়েছে এই প্রাসাদের রাজার নিজের তৈরি চিড়িয়াখানা, একটি জৈন মন্দির, প্রাসাদের সামনে রয়েছে একটি মাছে ভর্তি বিশাল পুকুর, প্রাসাদের ভেতরে রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর সব ভাস্কর্য ও রয়েছে একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া গুপ্ত সুরঙ্গ। আরো কত কি!!

কাঠগোলা রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে একটি হোটেলে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম জগৎশেঠের বাড়ির উদ্দেশ্যে। গাড়ি থেকে নামতেই সর্বপ্রথম চোখে পরলো বড় বড় করে লেখা ঐড়ুংব ড়ভ ঔধমধঃংবধঃ. টকিট কেটে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। তারপর দেখতে পেলাম বহু রকমের মুদ্রা,অস্ত্র, আসবাবপত্র, দলিল -দস্তাবেজ ও দুটি মোটর বাইক ও একটি আশ্চর্য আয়না যাতে নিজের মুখ দেখা যায় না। গাইডের কাছ থেকে জানতে পারলাম এই জগৎশেঠ এর ইতিহাস। আসলে জগৎশেঠ একটি পদবী যার বাড়িতে আমরা উপস্থিত ছিলাম তার আসল নাম ছিল মহতপচাঁদ জগৎশেঠ। যাকে বাংলার প্রথম ব্যাংক বলা হতো। যার কাছ থেকে নবাব থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সবাই টাকা ধার নিতেন।আর জানতে পারলাম যে এই জগৎশেঠ- এর বাড়ি হল পলাশীর যুদ্ধের আঁতুড়ঘর।

ওখান থেকে বেরিয়েই কিছুদূর যেতেই আসলো ঐতিহাসিক সেই বিশ্বাসঘাতক, মীরজাফরের বংশের ১১০০ কবরের কবরস্থান। এই জায়গাটির নাম জফরাগঞ্জ বলে পরিচিত। সেই মীরজাফর যার কারণেই মূলত দুশো বছরের পরাধীনতা শিকার হতে হয়েছিল সমগ্র ভারতবাসীকে। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম ভাগীরথীর তীরে, গাড়ি থেকে নেমে খোশবাগ যাবার জন্য আমরা ঘাটে টিকিট কেটে ধরলাম নৌকো। যাবার সময় জলের দিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগলো এই জলেই একদিন বয়ে গিয়েছে কত রক্ত স্রোত,এই নদী নিজের মধ্যে জমিয়ে রেখেছে কত ইতিহাস। নৌকো ছড়ার ২০মিনিট এর মধ্যেই পৌছালাম খোশবাগ ঘাটে। খোশবাগ যেখানে বাংলার শেষ নবাব"সিরাজউদ্দৌল্লা" ও তার বংশের কবরস্থান। এলাকাটির অবস্থা সেই পলাশীর যুদ্ধের পরিণতির মতোই জীর্ণ।ভিতরে ঢুকতে চোখ পরল অনেকগুলি কবর। তার মধ্যে

থেকে গাইড চিনিয়ে দিল বাংলার শেষ নবাবের অত্যন্ত সাদামাটা কবরটি। দেখে কিছুটা খারাপই লাগলো, মনে হলো নবাব যেন একটু অবহেলিত হয়েছেন এখানে।কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বুঝতে পারলাম সূর্য প্রায় ঢলে এসেছে। মনের ভিতর এক গুচ্ছ স্মৃতি ও ভালো লাগা নিয়ে যেন এক আলাদা সময় চলে গিয়েছিলাম ঠিক যেন সেই নবাবী আমলে। তবে এবার স্থিতিশীল হয়ে বেরিয়ে পড়তে হলো বাড়ির উদ্দেশ্যে। তবে মনটা যেন পুরোপুরি ভরল না কারণ বাকি থেকে গেল নসিপুর রাজবাড়ী, মতিঝিল, কাটরা মসজিদ এর মত আরো অনেক ইতিহাস। তাই মনটা বারবার করে বলে উঠলো, আবার আসব নবাব দুয়ারে, জানতে নিজের অতীত সর্বস্তরে।

হাযারদুয়ারি, মুরশিদাবাদ

স্নিগ্ধতা... ছবি - মৌসুমী দাস।

বন পাহাড়ি ঝরনা... ছবি - নেহা মান্না।

In search of livelihood... Picture - Kaustav

প্রাকৃতিক নির্মাণ... ছবি - শ্রেয়া কংসবণিক।

ঐতিহাসিক স্থাপত্য... ছবি - মৌসুমী দাস।

'Feluda' returns under the direction of Sandip Ray

Moupiya Maity

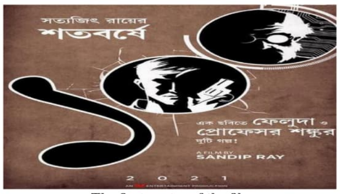

The first poster of the film

Who is the favorite detective of the Bengalis? There is no reward for answering this question to the favorite detective of Bengalis. Because from Byomkesh Bakshi to Jayant-Manik or truth-seeker Arjun. 'Feluda' alias Pradosh Chandra Mitra has left everyone behind by a few miles. This information is not new today but decades old. Whether in literature or on screen, 'Feluda' means the pure love, rights, and pride of Bengalis. Therefore, there is no protection if there is any error or deviation with the favourite detective on screen.

However, in the minds of Bengalis, Soumitra Chatterjee's face came to be called the original and genuine 'Feluda', but the viewers have gladly accepted the various actors who have appeared on the screen in have appeared on the screen in the role of 'Feluda.'

However, Bengalis did not stop comparing. Tota Roy Chowdhury last appeared on screen as 'Feluda'. He has already won the hearts of Bengali viewers in the first season of 'Feluda' web series, directed by Srijit Mukherjee. But this time, Sandip Ray is going to present 'Feluda' on the big screen. But this time, Sandip Ray is going to present 'Feluda' on the big screen. This year is the birth centenary of legendary director Satyajit Ray. This is Sandeep's effort to pay homage to him. Last year it was heard that 'Feluda' is coming again under the direction of Sandip Ray, who wanted to make a film about 'Feluda' and 'Professor Shanku' on behalf of the film productionfilm about 'Feluda' and 'Professor Shanku' on behalf of the film production company SVF. In other words, there will be 'Professor Shanku' and 'Detective Feluda' in one film. The first poster of the film was published like that. So, who is the new 'Pradosh Chandra Mitra'?There is a buzz that Indranil Sengupta is going to be the new 'Feluda'. There are whispers that the actor had undergone a screen test last year.And the director is apparently satisfied. Moreover, Indranil has some similarities with the characteristics of 'Feluda'. Besides, there is no question in the minds of the audience about Indranil's acting skills. However, no official statement has been issued yet. For now, viewers are waiting for the new 'Feluda' to be announced.

Overcoming Corona fear, shooting resumes with Covid rules in place

Moupiya Maity

Shooting for films and serials has resumed

Regular shooting of TV serials has started in Tollywood. The situation has temporarily stabilized in the ongoing tension between the producer-federation-artists' forum over the shooting. With the intervention of the Chief Minister and with the mediation of minister Arup Biswas, director and state culture cell secretary Raj Chakraborty, director-producer-actor Parambrata Chatterjee, regular shooting has resumed in 'Tolly Para'.

The federation banned 20 serials. Regular shooting of all the other TV serials with them has started from Friday morning. Although the shooting was supposed to start on Wednesday with the permission of the Chief Minister but many technicians were not seen on the floor that day.

The shooting in 'Tolly Para' was halted due to the federation-producer clash. The shooting could not be started in full force even after the permission of the shooting was complied with the rules. The artists were ready with the makeup on the floor but the technicians could not be seen.

The federation was told that 20 TV serials had violated the 'shoot from home' rule. The members of the guild under the federation will not be able to participate in their shooting. to participate in their shooting. Biswas came forward to help them reach a final solution. He chaired a series of meetings between the producer-channel and the federation on Thursday in the presence of Raj Chakraborty and Parambrata Chatterjee.

After a three-hour marathon meeting, it was decided to temporarily forgot all the problems and start shooting from Friday. However, all parties are meeting again on June 24 to discuss the issues. the issues.Mamata Banerjee has given permission to shoot with 50 members in accordance with the rules of the relevant Covid rules. However, most of the technicians did not come even after giving permission. After that, the producers called a press conference on Wednesday.

Meanwhile, in a press conference, the artists' forum pointed the finger of blame at Swarup Biswas, the president of the federation, without naming him.

They made it clear that "they were protesting against the separatist forces and in the interest of all the artists and artisans, demanding that the shooting process can be resumed as per the instructions of the chief minister, Mamata Bannerjee.

World Test Championship Final: New Zealand defeats India to become inaugural World Test Championship winner

Rahul Mondal

New Zealand chased down the target of 139 to win the first-ever World Test Championship final at The Ageas Bowl in Southampton on Wednesday with eight wickets in hand.

Skipper Kane Williamson and Ross Taylor remained unbeaten on 52 and 47 respectively to guide New Zealand home. New Zealand reached their target of 140 in 45.5 overs.

Meanwhile, Ravichandran Ashwin took two wickets for India, dismissing openers Tom Latham and Devon Conway. Earlier, India were bowled out for 170 runs in 73 overs, setting a 139-run target. Rishabh Pant top-scored for Virat Kohli's outfit with 41 runs. Other than Pant, nobody from the Indian batting order could cross the 20-run mark in their second innings, courtesy some good bowling by New Zealand.

The New Zealand team lifts the WTC trophy and (right) captain Kane Williamson

New Zealand bowlers began Day 6 on a strong note, with Kyle Jamieson taking the wickets of Cheteshwar Pujara and Virat Kohli. Trent Boult also took three wickets, with Tim Southee registering two dismissals.

Meanwhile, Neil Wagner also took a wicket. New Zealand's Kyle Jamieson won the Man of the match award for his brilliant displays with the ball in the WTC Final. During the post-match conference, Kohli blamed the weather conditions but also paid tribute to the New Zealand cricket team.

He said "They showed great consistency and heart to pull out a result in just over three days, sticking to their processes to put us under pressure. They deserved the win". The New Zealand team, led by their captain Kane Williamson, lifted the World Test Championship Winner's Mace.

In an exclusive interview with India Today, Newzealnad skipper said, " Virat and I have known each other for a long tiime and we are mates. It's always a great part of sports as you get the oppurtunity to meet people all around the world and form different freindships ."

In the same interview he added, " Differennt experiences that you have either together or against each other. And often you find a bit of common ground and share a few common interest." It was a historic win for Newzealnd. Former cricketer.

Sachin Tendulkar took his twitter to congratulate the newzealand team for their historic win. He tweeted,

"Congrats @BLACKCAPS on winning the #WTC21. You were the superior team. #TeamIndia will be disappointed with their performance. As I had mentioned the first 10 overs will be crucial & India lost both Kohli & Pujara in the space of 10 balls & that put a lot of pressure on the team"

Besides that Legends like Vivian Richard and V.V.S Laxman also congratulated the team newzealand for their tremendous performance and historic win in the first ever world test cha,pionship.

Uefa Euro 2020, Round of 16

Rahul Mondal

Defending champions Portugal is out of tournament after lossing their round of 16 match against Belgium. The Czech Republic defeated the Netherlands to enter the quarter-finals.

In the round of 16 match of Netherlands versus Czech Republic, both teams were able to create opportunities. Frank de Boer's Oranje soon hit their stride though, and the Czechs struggled to deal with their pace. However, Matthijs de Ligt and Memphis Depay spurned chances to secure a lead. Against the run of play, Tomáš Souček glanced wide Petr Ševčík's cross and Antonín Barák flashed over from close range, as Jaroslav Šilhavý's side regained a foothold.Perhaps the key moment came shortly after half-time. After Donyell Malen's surge from deep was thwarted by keeper Tomáš Vaclík, almost immediately the Netherlands were reduced to 10 men as last-man De Ligt's handball denied Schick a clear run on goal.

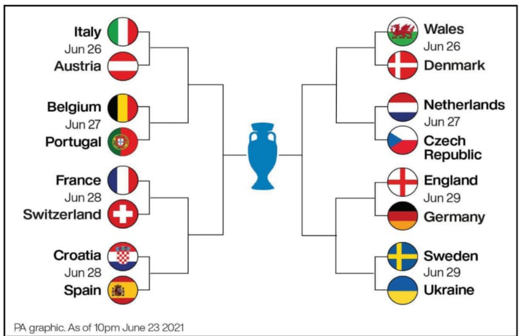

UEFA 2020 Round of 16 match fixture

The Dutch looked rattled and the Czechs capitalised. Holeš's powerful header finally broke the deadlock in the 68th minute following Barák's free-kick. And they weren't finished:

12 minutes later, Holeš advanced to tee up Schick – becoming the second Czech to net four times at a Euro tournament, alongside Milan Baroš (five goals in 2004) – to seal a quarter-final spot. In round of 16 match of Belgium versus Portugal, Portugal had the early sniffs of a goal with Diogo Jota dragging wide and Cristiano Ronaldo, seeking to become the outright top scorer in the history of international football, stinging the palms of Thibaut Courtois with a free-kick.

The Red Devils failed to trouble Rui Patrício until close to the interval. Then Hazard's vicious swerving effort fizzed past the Portugal No1 to break the deadlock.Roberto Martínez lost the services of Kevin De Bruyne – and their rhythm – shortly after half-time but their defensive resolve remained, Diogo Jota went off target, providing a rare opening for Fernando Santos's frustrated outfit. The Seleção came on strong as their grip on the trophy weakened, Rúben Dias's header testing Courtois and Raphaël Guerreiro firing against the post, but this was the Belgians' day.

Wales qualifies for round of 16 despite losing to Italy 1-0

Cool finish: Matteo Pessina turns in a low free-kick to net Italy's winner

Anowar Hussain

Italy beat Wales 1-0 in their group A clash in Rome on Sunday. Despite the loss, Wales qualified for the round of 16 , finishing 2nd in the group. Italy sealed the top of the table slot with this win against Wales. Matteo Pessina scored the goals for Italy and made it three wins out of three at Euro 2020.

Pessina's goal for Italy means that Italy will play the runner-up from Group C in the best round, while Wales faces the team that comes second in group B. Wales also secured a position by finishing ahead of Switzerland on goal difference. The Swiss could still advance as one of the four best third-placed teams by beating Turkey 3-1 in Baku.

Italy manager Robert Mancini made eight changes to rest most of his first-choice starters, but Italy still dominated and missed several chances on either side of Persona's 42nd minute goal, when he steered a low Macro Verratti free-kick into the far corner.

Running in the tracks or into the virus?

Soumik Dey

With the Tokyo Olympics scheduled this year, which was to take place last year but rescheduled due to the ongoing pandemic but this time Japan's surging covid cases and the nations low vaccination rates,the IOC (International Olympics community)still wants to carry on with the event. The event which is supposedly marked for 17 days starting July 23 to August 8. Tokyo Olympics 2021 marks the second time japan's hometown is hosting the games since 1964. An approximate of 11,000 players will take part in the games across 42 competition venues with a counted record or 339 medal games, This year's event holds its place for being the biggest of ever.

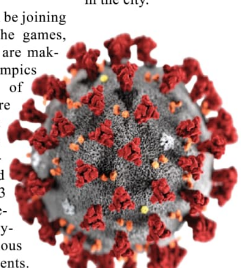

The six sports that will be joining the program the games, four of which are making their Olympics debut, some of the events are baseball ,soft ball, skate boarding,surfing, karate and basketball 3x3 along with freestyle BMX bicycling and various mixed team events.

With only 2% of the country being vaccinated according to BBC news there probably is a reason locals are particularly a less bit enthusiastic about the upcoming massive event with over 80% of Japanese residents put their hands up in the favour of postponing the games, some local protesters and ad campaigners are opposing the event.

Tokyo 2020 president Seiko Hashimoto is "100%" certain the Games will go ahead, despite a state of emergency in the city.

অভিষেক টেস্টেই দুরন্ত ফর্মে শাফালি

পাপাই নন্দী

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শাফালি ভার্মা

বৃহপতিবার ইংল্যান্ডের মাটিতে, ইংল্যান্ডেরই খেলতে নেমে ব্যাটে ঝড় তুললেন ১৭ বছরের ভারতীয় ওপেনার শেফালী ভার্মা। এদিন ১৫২ বলে ৯৬ রান করে নিজেকে ব্যাটিং অর্ডারের এক নম্বর স্থানের যোগ্য দাবিদার হিসেবে প্রমাণ করলেন হরিয়ানার বাঘিনী।

ব্রিস্টল টেস্টে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা প্রথম ইনিংসে ৩৯৬ রানে ইনিংস সমাপ্তি করেন। এরপর স্মৃতি মন্ধনা ও শেফালী ভার্মা ওপেন করতে নেমে ১৭৪ রানে একটি দুর্দান্ত ওপেনিং ইনিংস খেলেন; কিন্তু শেফালী আউট হয়ে যাওয়ার পরেই ভারতের ব্যাটিং অর্ডারে ধ্বস নামে(২০রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারায় ভারত)। দিনের শেষে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ১৮৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হন, যার মধ্যে শেফালীর ৯৬ এবং স্মৃতি মন্ধনার ৭৮ রানের (১৩টি চার ও ২টি ছয়) ইনিংসই উলেখযোগ্য। এদিন ওপেনিং ম্যাচে সেঞ্চুরির গণ্ডি ছুঁতে না পারলেও বেশ কিছু নজরকাড়া রেকর্ড তৈরি করলেন শেফালী।

তিনি এখন ভারতের হয়ে টেস্ট অভিষেকে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, এছাড়া তিনি ভারতের প্রথম মহিলা ক্রিকেটার যিনি অভিষেক টেস্ট ম্যাচেই ছয় মেরেছেন।

ওপেনিং জুটি হিসেবেও এদিন মন্ধনা ও শেফালী ওপেনিং জুটি হিসেবে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় এক নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন। শেফালীর মতোই এই অভিষেক ম্যাচে নজর কেড়েছেন অফ স্পিনার স্নেহ রানা; তিনি প্রথম ম্যাচেই ৪টি উইকেট সংগ্রহ করেন।

ম্যাচের শেষে তিনি ট্যুইট করে এই সাফল্য তাঁর প্রয়াত বাবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। শেফালীও ম্যাচের শেষে সেঞ্চুরি অধরা থেকে যাওয়া নিয়ে ট্যুইট করে জানান, "জানি আমার বাবা, আমার পরিবা্র, রাজ্য সংস্থা, আমার সতীর্থরা ওই চার রান না পাওয়ার জন্য আমার চেয়েও বেশী দুঃখ পেয়েছে, ভবিষ্যতে এই দুঃখ মুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব"।স্কোরবোর্ড- ইংল্যান্ড ৩৯৬-৯ ডি বনাম ভারত ১৮৭-৫।